কলকাতা হাই কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি সেন

অ্যাসরাফুল হক বনাম শঙ্কর দাস

সি ও ১৪৮৪/২০২১, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৫.১১.২০২২

সীমাবদ্ধতা আইন (৩৬/১৯৩৬), ধারা ৫- দেওয়ানি কার্যবিধি (৫/১৯০৮), ধারা ১১৫ -বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন-আবেদন খারিজ-পুনর্বিবেচনার বিরুদ্ধে-রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা-আবেদনকারীর অনুপস্থিতির কারণে আবেদন খারিজ এবং -একই আদেশের মাধ্যমে, আদালত আপিল খারিজ করে দেয়-কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই, এটি বলা যেতে পারে যে ট্রায়াল কোর্ট তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শিরোনামের আবেদন খারিজ করে দেয় যার ভিত্তিতে ডিক্রি তৈরি করা যেতে পারে-এর পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনা, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

(অনুচ্ছেদ ৮,৯)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক প্যারাগুলি**
এ. আই. আর ২০২০ এস. সি ১৭৮	পারা নং। (৬)
এ. আই. আর ২০০৫ এস সি ২২৬২০০৪ এ. আই. আর এস সি ডব্লিউ ৬৫১৩	প্যারা নং। (৬)
এ. আই. আর ১৯৯৬ এস সি ৩৭৮১৯৯৫ এ. আই. আর এস সি ডাব্লিউ ৪২১০	পারা নং। (৪)
এ. আই. আর ১৯৫৬ এস সি ৩৬৭	পারা নং। (৬)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে সর্বানন্দ সান্যাল; প্রতিবাদী পক্ষে রিতেন্দ্র ব্যানার্জি, শিবাসিস চ্যাটার্জি, দেবদত্ত পাঠক।

1. **আদেশঃ-** টাইটেল আপিল নং ১৫/২০১৮ ,বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের লার্নড অ্যাডিশনাল জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ২৬.০৩.২০২১ তারিখের আদেশ নং ২১ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার মাধ্যমে এবং যার অধীনে উক্ত আদালত বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে তাদের অনুপস্থিতির কারণে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে আপিলকারীদের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং একই আদেশের মাধ্যমে উক্ত আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

2. আবেদনকারী ব্যথিত বোধ করেন এবং তাই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি পছন্দ করেন।

3. শুনানি চলাকালীন আবেদনকারী/আপিলকারীদের আইনজীবীরা বিতর্কিত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপির দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।তাঁর যুক্তি ছিল যে,

বিতর্কিত আদেশে ট্রায়াল কোর্টের বর্তমান আবেদনকারীদের অনুপস্থিতিতে সীমাবদ্ধতার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল না।এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে মাননীয় বিচার আদালত টাইটল আপিল ১০/২০১৮ খারিজ করে আইনের বাইরে কাজ করেছেন কারন তিনি দেওয়ানি কার্যবিধির ৪১ নং আদেশের ১৭ নং বিধির ব্যাখ্যার বিধানগুলি লঙ্ঘন করেছেন।

4. তাঁর যুক্তির সমর্থনে আবেদনকারীদের পক্ষে মাননীয় আইনজীবী দেভা রাম এবং অনান্যর বনাম ঈশ্বর চাঁদ এবং অনান্য বর্ণিত সিদ্ধান্তের উপর তাঁর নির্ভরতা রাখেন। এ আই আর ১৯৯৬ এস সি ৩৭৮-এ **রিপোর্ট করা হয়েছে** :(১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ৭৩৩।

5.আবেদনকারীদের যুক্তির বিরোধিতা করার সময়, বিপরীত পক্ষের মাননীয় আইনজীবী বলেন যে যদিও আদেশটি পাস করার সময় মাননীয় বিচার আদালত সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার ৪১ রুল ১৭-এর ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে ভুল করেছে।কিন্তু যেহেতু সীমাবদ্ধতার আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশটি একটি আপিলের মধ্যেই পাস করা হয়, তাই এটিকে একটি আপিলের একটি আদেশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এই জাতীয় আপিল খারিজ করার আদেশটি একটি ডিক্রি এবং বিতর্কিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার সমতুল্য, দ্বিতীয় আপিলটি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।।এইভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে, এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি আইনের দৃষ্টিতে রক্ষণযোগ্য নয়।

6. তাঁর যুক্তির সমর্থনে বিরোধী পক্ষের মাননীয় উকিল নিম্নলিখিত তিনটি প্রতিবেদিত সিদ্ধান্তের উপর তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করেছেন যথাঃ_

i. মেলা রাম অ্যান্ড সন্স বনাম আয়কর কমিশনার, এআইএবং 1956 এসসি 367-এ **রিপোর্ট করা হয়েছে;**

ii. প্রবোধ চৌধুরী দাস এবং অন্য একজন বনাম মহামায়া দাস এবং অন্যান্যরা (২০২০) ১৮ এস. সি. সি ৭০১-এ **রিপোর্ট করেছেনঃ(এ. আই. আর** ২০২০ এস. সি ১৭৮);

iii. শ্যাম সুন্দর শর্মা বনাম পান্নালাল জয়সওয়াল এবং অন্যান্যরা (২০০৫) ১ এস. সি. সি ৪৩৬-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(এ. **আই. আর ২০০৫ এস.** সি ২২৬)।

7. এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত সমস্ত বিষয়বস্তু, বিশেষ করে বিতর্কিত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি পর্যালোচনার পর এটি এই আদালতের কাছে প্রকাশ হয় যে, বিতর্কিত আদেশ পাসের দিন আপিলকারীরা অনুপস্থিত ছিলেন এবং তদনুসারে আপিলকারীদের দায়ের করা কোনও সীমাবদ্ধতার আবেদন পেশ করা হয়নি এবং ফলস্বরূপ এই ধরনের সীমাবদ্ধতার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।এই অবস্থানের কারণে এই আদালত এই

রায় দিতে কোনও দ্বিধা করেনি যে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে আবেদনটি কার্যত যোগ্যতার ভিত্তিতে নয় বরং খেলাপি ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল।এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে একই আদেশ দ্বারা জ্ঞাত ট্রায়াল কোর্ট তার যোগ্যতায় প্রবেশ না করে আপিলকারীদের ডিফল্টের জন্য উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেয়।

8. এই পরিপ্রেক্ষিতে, কল্পনার কোনও বিস্তার ছাড়াই বলা যেতে পারে যে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে মাননিয় নিম্ন বিচার আদালত ২০১৮ সালের টাইটেল আপিল নং ১৫ -কে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ করে দেয় যার ভিত্তিতে একটি ডিক্রি তৈরি করা যেতে পারে।উল্লিখিত বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলি, বিবেচিত দৃষ্টিতে এই আদালত, বর্তমান আইনের সাথে জড়িত তথ্য এবং পরিস্থিতির সাথে কোনও যোগসূত্র পায়নি, যেহেতু এই রায়গুলি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছিল।

9. এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত বলে যে এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য এবং এতদ্বারা অনুমোদিত।

10. তদনুসারে, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ লার্নড অ্যাডিশনাল জেলা জজ কর্তৃক ২০১৮ সালের টাইটেল আপিল নং ১৪ ,২৬.০৩.২০২১ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

11. মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের অতিরিক্ত জেলা জজকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা সীমাবদ্ধতার আইন এর ৫ ধারার অধীনে আবেদনের যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি করার জন্য, যাতে প্রতিবাদীগন দ্বারা দায়ের করা সীমাবদ্ধতার আইনের ৫ ধারার অধীনে আবেদনের বিরুদ্ধে তাদের লিখিত আপত্তি দায়ের করার সুযোগ দেওয়া হয়।

12. পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে এই সংশোধনমূলক আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

13. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি নিয়ম মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

আবেদন মঞ্জুর হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।